†`kR‡o bKj I I‡ai RgRgvU e¨emv

- †ivM mvivi †P‡q cvkcwZwµqvq Avµvš n‡"Q †ivMx
- †`‡ki cwZwôZ †Kv¤úvwbi I IaI bKj n‡"Q
- ivRavbxI mqjve bKj I I‡a

আসাদুর রহমান

ওষুধ শিল্পের উদারনীতির জন্য এ দেশের যেমন বেশ কিছু মানসম্পন্ন ওষুধ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি সুযোগটি কাজে লাগিয়ে কিছু সুযোগসন্ধানী কিছু ব্যবসায়ী নিম্নমানের ওষুধের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মূল টার্গেট থাকে নিম্নমানের ওষুধ তৈরি করা। শহরের ক্রেতাদের দেশের নামকরা ওষুধ প্রতিষ্ঠানের ওষুধের প্রতি আগ্রহ থাকায় এই প্রতিষ্ঠানগুলো শহরের বাজারে তেমন একটা সুবিধা করতে পারে না। তাদের মূল টার্গেট থাকে মফস্বল আর গ্রাম। মানের দিক থেকে কম হওয়ায় এসব প্রতিষ্ঠান কম মূল্যে ওষুধ সরবরাহ করতে পারে। দাম কম হওয়ায় গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলোর কাছে এসব ওষুধের কাটতি বেড়ে যায়। নিম্নমানের এসব ওষুধ রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো কাজে তো আসেই না বরং দেখা দেয় মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

সমস্যার এখানেই শেষ নয়। সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো, দেশের প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু ওষুধ প্রতিষ্ঠানের নকল ওষুধও বাজারে চলে এসেছে। মিটফোর্ডের ওষুধ মার্কেট ঘুরে দেখা গেছে, নামকরা কিছু প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয় ওষুধগুলোর নকলে বাজার সয়লাব, দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা ছোট ছোট ওষুধ প্রতিষ্ঠানগুলো এই কাজ করছে। এসব ওষুধে উপাদানগুলো যথাযথ মাত্রায় থাকছে না। ফলে ওষুধগুলো মানুষের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কম মূল্যে মিটফোর্ডের বাজারগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে এসব ওষুধ। ফলে খুচরা দোকানদাররা কিনছে সেসব ওষুধ। কখনো কখনো ১ নম্বর ওষুধ কিনতে গিয়ে মিটফোর্ডের ব্যবসায়ীরা খুচরা দোকানদারদের ২ নম্বর ওষুধ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। প্রিন্টিং, প্যাকেজিং নিখুঁত হওয়ায় দোকানদাররা আসল-নকল আলাদা করতে পারছে না। একদিকে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি অন্যদিকে দাম কম হওয়ায় এসব ওষুধের ঢাকার বাইরে জনপ্রিয়তা বাড়ছে দ্রুত হারে।

নকল ওষুধ থেকে নিরাপদ নয় রাজধানীর জনসাধারণও। রাজধানীর দোকানদারদের সমস্যা হলো, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিটফোর্ডের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতারিত হচ্ছেন। মিটফোর্ড থেকে ওষুধ কিনে পরবর্তীতে যখন তারা ওষুধে নকল ধরতে পারছে তখন সে মাল ফেরত দেয়ার কোনো উপায় নেই। হয় তার নকল ওষুধ বিক্রি করতে হবে নয়তো পুরো টাকাটাই যাবে গচ্চা। এ প্রসঙ্গে আজিমপুরের একজন ওষুধ বিক্রেতা বলেন, 'আমি একবার দেশের নামকরা একটি ওষুধ কোম্পানির টাইফয়েডের অরিসেফ ইনজেকশন পুশ

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজসহ দেশের কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এ দেশে যৌন ক্ষমতার সমস্যা নিয়ে যত মানুষ চিকিৎসার জন্য আসে এদের দুই-তৃতীয়াংশই আসলে এ ধরনের কোনো সমস্যায় ভুগছে না। তারা ভাবছে তারা হয়তো এ ধরনের কোনো সমস্যায় ভুগছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের কোন যৌন সমস্যা নেই

করার সময় দেখি সেটা নকল। আমি যদি তখন সেই ইনজেকশনটা না দেই তবে আমি একটি ওষুধে সাড়ে ৪শ' টাকা লস খাব। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে ইনজেকশনটি ব্যবহার করতে হয়।'

বিক্রয় প্রতিনিধিরা বিভিন্ন কোম্পানির যে দামে দোকানে ওষুধ দিয়ে যায়, সেই একই দামে মিটফোর্ড থেকে ঐ একই ওষুধ সংগ্রহ করা যায়। এ প্রসঙ্গে একজন বিক্রেতা বলেন, 'তাহলে মিটফোর্ডের ব্যবসায়ীদের লাভটা কোথায়, তারা যে রেটে মাল পায়, আমিও সেই একই রেটে পাই। কিন্তু যখন আমার কোনো মালে শর্ট পড়ে যায়, তখন আমি মিটফোর্ডে গিয়ে ঐ একই দামে মাল কিনতে পারি। তবে ওরা লাভটা করে কোথায়।'

শহরের ক্রেতাদের দেশের নামকরা ওষুধ প্রতিষ্ঠানের ওষুধের প্রতি আগ্রহ থাকায় এই প্রতিষ্ঠানগুলো শহরের বাজারে তেমন একটা সুবিধা করতে পারে না। তাদের মূল টার্গেট থাকে মফস্বল আর গ্রাম। নিম্নমানের হওয়ায় এসব প্রতিষ্ঠান কম মূল্যে ওষুধ সরবরাহ করতে পারে

ঢাকার বিভিন্ন ওষুধ বিক্রেতার সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, দেশের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কোম্পানির অধিকাংশ ওষুধের নকল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। কোম্পানি নিজেরাও বিষয়টি জানে। কিন্তু তাদেরও কিছু করার উপায় নেই। যখন তারা দেখে তাদের একটি নির্দিষ্ট পণ্যের নকলে বাজার ভরে গেছে, তখন তারা ঐ পণ্যটির আকৃতি, প্যাকেজিং প্রিন্টিং বদলে দেন।

দেশীয় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর ওষুধ যে নকল হয়ে যাচ্ছে তা স্বীকার করেছে প্রতিষ্ঠানগুলো। এ সমস্যায় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই পড়ছে। তখন তারা যে ওষুধটি নকল হয় তার গঠন, আকৃতি বদলে দিয়ে আবার ওষুধটি বাজারে ছাড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওষুধের নামও পাল্টে দিতে তারা বাধ্য হয়। সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারীদের ধারণা, জিঞ্জিরা থেকে এসব ওষুধের চালানগুলো মিটফোর্ডের মার্কেটগুলোতে পাঠানো হয়। এ প্রসঙ্গে গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লাইন বাংলাদেশ লিঃ-এর কমিউনিকেশন ম্যানেজার ডা. অশোক কুমার রয় সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরাও মাঝে মাঝে আমাদের নকল ওষুধ পাই, কিছুদিন আগে গুলশানে আমাদের বেশ দামি একটি ইনজেকশন নকল ধরা পড়ে। শুধু আমাদেরটি নয়, তার সঙ্গে ছিল দেশের আর একটি প্রতিষ্ঠিত ওষুধ প্রতিষ্ঠানের একই নকল ওষুধ। তিনি বলেন, 'আমরা মিটফোর্ডের দোকানে অল্প ওষুধ দেই। মূলত আমরা রেজিস্টার ফার্মাসিস্টদের মাধ্যমেই ওষুধ সরবরাহ করি। এতে নকল হবার সম্ভাবনা কম থাকে।'

শুধু ক্রেতা নয়, নিখুঁত এই নকল পণ্য দোকানিরাও আলাদা করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বেক্সিমকো ফার্মাসিটিক্যালস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা যায়, যখনই তাদের কোনো ওষুধের নকল ধরা পড়ে, কিছুদিনের মধ্যে তারা এর প্যাকেট, ডিজাইন বদলে দেন এবং নতুন যে প্যাকেট বা ডিজাইন করা হয় তা খুবই জটিলভাবে করা হয়, যেন খুব সহজে তা আবার নকল হতে না পারে। বেক্সিমকো কর্তৃপক্ষের ধারণা, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম শহরে নকল ওষুধ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। নকল ওষুধ তৈরির এই চক্রটি খুবই শক্তিশালী।

যৌন রোগ নিয়ে রমরমা ব্যবসা

যৌন রোগ বা অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে এ

'এসব নিম্নমানের যৌনশক্তিবর্ধক ওষুধ সেবন করে অনেকে হৃদরোগ এবং প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হচ্ছে, অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যৌন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে...'

অধ্যাপক ডা. এম মুজিবুল হক
চর্ম ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

সাপ্তাহিক ২০০০ : যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক ওষুধগুলো কিভাবে কাজ করে?

ডা. মুজিবুল হক : গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বের ওষুধ প্রতিষ্ঠানগুলো দেখলো, স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য sextual performance বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এর ঘাটতির জন্য প্রচুর ডিভোর্সের ঘটনা ঘটছে। আর এটাকে পুঁজি করে ওষুধ কোম্পানিগুলো গবেষণা চালাতে থাকলো। আমেরিকার ফাইজার কোম্পানি এ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী একটি ওষুধ আবিষ্কার করলো। কোম্পানি দেখলো যে, পুরুষাঙ্গে যখন রক্ত আসে তা কিছুক্ষণ থাকার পর আবার ফিরে যায়। এই ফিরে যাওয়াটা বন্ধ করতে হলে একটা এনজাইম ধরনের কেমিক্যাল যদি ব্যবহার করা যায় তবে বেশ কিছু সময় ধরে রক্তটা চলে যাবে না। তারা দেখলো, সিলডেনেফিল সাইট্রেট ব্যবহার করলে রক্ত ফিরে যেতে দেরি হয়। তারা এর নাম দিল ভায়াগ্রা। দেখা গেল এ ওষুধ ব্যবহার করে কাজ হচ্ছে। পুরুষাঙ্গের উত্থানও হচ্ছে। তবে আমি মনে করি, এটি একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন, কারণ এতে কিছু মানুষ উপকৃত হয়েছে।

২০০০ : কিন্তু এতে তো একটি স্বাভাবিক নিয়মকে বাধা দেয়া হচ্ছে...

ডা. হক : তা ঠিক, তবে এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু সমস্যাটা হলো, আমেরিকায় এই ওষুধ ব্যবহারের অবাধ সুযোগ দেয়া হলো না। এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। এই ওষুধ ব্যবহার করে মানুষ অন্ধ হয়ে যেতে পারে, এটি হৃদরোগ সৃষ্টি করে আবার হার্ট অ্যাটাকের মতো ঘটনাও ঘটাতে পারে। এর সঙ্গে যদি রোগীরা হৃদরোগের কোনো ওষুধ খায় তবে ভয়াবহ হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। আর এ কারণে আমেরিকায় এ ওষুধ দেয়ার সময় বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়, আদৌ রোগীর এই ওষুধের প্রয়োজন আছে কি না।

২০০০ : এই ওষুধে কি দীর্ঘদিন ধরে যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়?

ডা. হক : না, ৪ ঘণ্টা পর এই ওষুধ প্রশ্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়।

দেশে চলছে এক রমরমা ব্যবসা। অবৈধ ওষুধ আমদানিকারক বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য আমদানিকারক বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলছে টাকার পাহাড়।

যৌন অক্ষমতার ক্ষেত্রে বিশ্বে সবচেয়ে সমাদর পেয়েছে ভায়াগ্রা। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ফাইজার কোম্পানির এই ওষুধটিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। ওষুধটিতে রয়েছে সিলডেনেফিল সাইট্রেট। এ প্রসঙ্গে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডা. মুজিবুল হক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সিলডেনেফিল সাইট্রেট চোখের জন্য দরকারি ফসফডায়াস্টারের 6 নামের একটি এনজাইমে গোলমাল করে। ফলে চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফসফডায়াস্টারের 3-তে গোলমাল করে বলে হার্টে ব্লকের সৃষ্টি হতে পারে। এতে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। আর ফসফডায়াস্টারের 5-কে গোলমাল করে বলে যৌনকার্যের সময় রক্ত পুরুষাঙ্গ থেকে দ্রুত সরে যেতে পারে না। তখন তা উপকারে আসে।' তিনি বলেন, যার কোনো সমস্যা নেই সে এই ওষুধ ব্যবহার করে যৌন ক্ষমতা একেবারেই হারিয়ে ফেলতে পারে। তাছাড়া যারা হার্টের ওষুধ খায় তারা এসব ওষুধ খেলে মারাত্মক হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনার মধ্যে পড়ে যায়।

ভায়াগ্রা ওষুধটির ভয়াবহতার চিত্রটি এ রকমের। কিন্তু বাংলাদেশে অবৈধভাবে আসছে এ ধরনের ওষুধের নকলটি। মায়াগ্রা, নায়াগ্রা, লায়গাসহ এ দেশে অবৈধ বিভিন্ন ওষুধ আসল বা নকল দু'ধরনেরই বাজারে চলে এসেছে। এসব ওষুধের অধিকাংশই চোরাইপথে ভারত থেকে আসছে। তাছাড়া থাইল্যান্ড, চীন, মালয়েশিয়া থেকেও আসছে এ ধরনের কিছু যৌনবিষয়ক ওষুধ। তবে ভারতীয় ওষুধগুলো আমাদের জন্য খুবই মারাত্মক। এ প্রসঙ্গে ডা. মুজিবুল হক বলেন, 'আমেরিকাতে বিশেষজ্ঞরা ২৫ মি.লি. গ্রাম দিয়ে ভায়াগ্রা ট্রিটমেন্ট শুরু করতে বলে। কারণ ওষুধটি কি ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা দেখার জন্য কিন্তু ইন্ডিয়ার যেটি আসল ওষুধ সেটির কোনোটিই ৫০ মি.লি. গ্রামের কম নয়। এতে রোগীর বড় ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবার ঝুঁকি থাকে।'

এসব ওষুধের ১ নম্বরটি যত না ঢুকছে তার চেয়ে বেশি ঢুকছে ২ নম্বরটি। মিটফোর্ডের বাজারের অধিকাংশ দোকানেই আসল নকল দু'ধরনের পণ্যই বিক্রি হতে দেখা যায়। তবে নকল ওষুধটির মূল্য আসলটির চেয়ে কয়েক গুণ কম থাকায় নকল ওষুধের চাহিদা থাকে বেশি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মিটফোর্ডের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'ভারতীয় এসব ওষুধগুলোর দাম থাকে বেশি। ৪টা ট্যাবলেটের একটি ফয়েলের দাম ২০০/২৫০ টাকা পড়ে যায়। এত দাম দিয়ে অনেকেই ওষুধ কিনতে পারে না। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে কম দামে নকল ওষুধটি ধরিয়ে দিতে হয়।'

মিটফোর্ডের বাজার ঘুরে দেখা গেছে, সেখানে যৌন রোগের যেসব নকল ওষুধ বিক্রি হচ্ছে তার সঙ্গে আসল ওষুধটির কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রচলিত কিছু ভিটামিন আমদানি করতে ওষুধ প্রশাসন অনুমতি দেয় না। কিন্তু সুযোগসন্ধানী এসব আমদানিকারক খাদ্যদ্রব্য দেখিয়ে বিদেশ থেকে চকচকে কিছু ভিটামিন আমদানি করে এবং তা যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে মার্কেটে চালিয়ে দেয়

২০০০ : ভায়াগ্রা ব্যবহারে যৌন ক্ষমতা একেবারে হারিয়ে ফেলার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

ডা. হক : না, সেটা বলা হচ্ছে না। তবে এ কাজটি করা উচিত নয়। যেমন এ দেশে অনেক তরুণ আছে যারা এটির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা তাদের হরমোনসহ বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখেছি তাদের এ ওষুধের প্রয়োজন নেই। অনেকে অবৈধ কাজে যাবার ক্ষেত্রে এর ওপর নির্ভর করছে।

২০০০ : ভারতীয় এসব যৌন ক্ষমতাবর্ধক ওষুধের মান কেমন?

ডা. হক : পৃথিবীব্যাপী ভারতের ওষুধের কাঁচামাল নিয়ে একটি দুর্নাম আছে। তা হলো, এদের কাঁচামাল খুব একটা মানসম্পন্ন নয়। কিন্তু ভায়াগ্রা বের হবার কিছুদিন পর ভারতও এ ধরনের কিছু ওষুধ বাজারে ছেড়ে দিল।

আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী, ভায়াগ্রা ট্রিটমেন্ট ২৫ মি.লি. গ্রাম দিয়ে শুরু করতে হবে। কারণ কোন রোগীর কি ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা যাচাই করে দেখা। কিন্তু ভারতের এ ধরনের ১ নম্বর যে ওষুধগুলো রয়েছে তার কোনোটি ৫০ মিলিগ্রামের নিচে নয়। তাছাড়া এ ওষুধগুলোর ২ নম্বরও, ভারত থেকে চোরাইপথে এ দেশে আসে।

২০০০ : যেসব নকল ওষুধ ভারত থেকে আসে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি রকম?

ডা. হক : মারাত্মক। এসব দুই নম্বরি ওষুধে মারাত্মক কিছু টক্সিক উপাদান দেয়া হয়। এই ওষুধ খেয়ে প্যারালাইসিস হতে দেখা গেছে। দীর্ঘদিন এসব নিম্নমানের যৌন শক্তি বর্ধক ওষুধ সেবন করে অনেকে হৃদরোগ এবং প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হচ্ছে, অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যৌন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ছে। স্নায়ু অবশ হয়ে যাচ্ছে। আমি এমনও রোগী দেখেছি যার সারা শরীরের চামড়া ঝলসে গেছে।

২০০০ : সমাজের কোন স্তরের মানুষ এটি ব্যবহার করছে?

ডা. হক : বিভিন্ন মেডিকেলের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, তরুণ সমাজের মধ্যে এ ধরনের ওষুধের আসল বা নকল পণ্যটি ব্যবহার হচ্ছে বেশি। কিন্তু তাদের যৌন সমস্যা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এসব নকল ওষুধ ব্যবহার করে কিডনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, চুল পড়ে যাচ্ছে, যৌন ক্ষমতা চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

২০০০ : ওষুধ ব্যবহার না করে কি এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

ডা. হক : আমাদের কাছে যারা এসব সমস্যা নিয়ে আসে তাদের দুই-তৃতীয়াংশের আসলে কোনো সমস্যা নেই। আর তাই তাদের কোনো ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তাদের শুধু প্রয়োজন মেন্টাল থেরাপি।

আর এক অংশ আসলেই রোগী। আমি মনে করি, তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এদের

চকচকে স্ট্রিপ আর সুন্দর ফয়েলে মোড়া এই ওষুধগুলো কোনটা আসল কোনটা নকল তা সাধারণ জনগণের পক্ষে আলাদা করা একেবারেই অসম্ভব। তাই সেখানে যদি কেউ বেশি দামে ১ নম্বর ওষুধটি কিনতে চান তবে তিনি যে কোনো সময় প্রতারিত হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক মিটফোর্ডের অন্য একটি সূত্র জানায়, আমার মনে হয় সেক্স সমস্যার কোনো ১ নম্বর ওষুধ এ দেশে আসে না। ওদের বিভিন্ন ২ নম্বর কোম্পানি বড় বড় ওষুধ প্রতিষ্ঠানের ওষুধ নকল করে বাংলাদেশের বাজারে ঢুকিয়ে দেয়। কারণ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে তাদের এই মাল বৈধভাবে পাঠাতে পারবে না। অন্যদিকে তারা তাদের ওষুধ চোরাইভাবে পাঠিয়ে বাংলাদেশের ওষুধ বাজারে দুর্নামও নিতে চাইবে না। কারণ অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের একটা বড় বাজার।

ভারত থেকে আসা যৌন রোগের ওষুধগুলোতে খুবই নিম্নমানের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব ওষুধে সাময়িক কিছুটা উপকার পাওয়া গেলেও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মারাত্মক। এ প্রসঙ্গে মুজিবুল হক বলেন, '২ নম্বর এসব ওষুধ তৈরিতে খুবই টক্সিক কিছু উপাদান ব্যবহার করা হয়। বিষাক্ত কিছু ওষুধ রয়েছে যা সেক্সকে কিছু সময়ের জন্য দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। এসবের মধ্যে রয়েছে স্টিকনিং, ইয়ার হেলদিং। এসব ব্যবহার করা হয়। আমার ধারণা, ভারত থেকে আসা এবং দেশে তৈরি বিভিন্ন যৌন কবিরাজি বা হারবাল ওষুধে এগুলো ব্যবহার করা হয়।'

এসব নকল ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মারাত্মক। এ প্রসঙ্গে মুজিবুল হক বলেন, 'আমার কাছে এমন কিছু রোগী এসেছে ভারতীয় এসব ওষুধ ব্যবহার করে তারা প্যারালাইস্ড এবং বুদ্ধিহীন হয়ে যাচ্ছে। তারা বছরখানেক ধরে এসব ওষুধ ব্যবহার করছে। আমার মনে হয় তারা নকল ওষুধ ব্যবহার করছে, কারণ খাঁটি ভায়াগ্রার সঙ্গে প্যারালাইসিসের বিষয়টি জড়িত নয়।'

শুধু প্যারালাইসিস নয়, এসব নকল যৌন রোগের ওষুধ ব্যবহার করে রোগীর হাত-পা ফুলে যাওয়া এবং স্নায়ু অবশ হয়ে যেতে পারে। যৌন ক্ষমতা চিরজীবনের জন্য হারিয়ে ফেলতে পারে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজসহ দেশের কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এ দেশে যৌন ক্ষমতার সমস্যা নিয়ে যত মানুষ চিকিৎসার জন্য আসে এদের দুই-তৃতীয়াংশই আসলে এ ধরনের কোনো সমস্যায় ভুগছে না। তারা ভাবছে তারা হয়তো এ ধরনের কোনো সমস্যায় ভুগছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের কোন যৌন সমস্যা নেই। শুধু 'সাইকোসেক্সুয়াল থেরাপি'র মাধ্যমে এদের এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দেয়া যায়। পরিসংখানগুলোতে দেখা গেছে এ ধরনের রোগীদের অধিকাংশই তরুণ।

তবে এ দেশে এ ধরনের রোগীরা শুধু ডাক্তারের 'সাইকো সেক্সুয়াল থেরাপি'তে সন্তুষ্ট হয় না। তারা চায় ওষুধ। তাই বাধ্য হয়ে ডাক্তারদের ঐ প্রেসক্রিকশনে কিছু ওষুধ লিখে দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে মুজিবুল হক বলেন, 'আমরা এসব ক্ষেত্রে কিছু ভিটামিন লিখে দেই। তা না হলে সে আমার ওপর কোনো ভরসা করতে পারে না। বাজারে যেসব কোম্পানির ভিটামিন পাওয়া যায় তার দাম বেশ কম। কিন্তু এতে এ ধরনের রোগীরা সন্তুষ্ট হয় না। তারা চায় দামী বিদেশী কিছু ওষুধ।'

আর এই সুযোগটি নেয় এ দেশের কিছু আমদানিকারক। দেশের ওষুধ প্রতিষ্ঠানগুলো যে ভিটামিন উৎপাদন করে তা দেশের চাহিদা পূরণ করতে পারে। আর তাই প্রচলিত কিছু ভিটামিন আমদানি করতে ওষুধ প্রশাসন অনুমতি দেয় না। কিন্তু সুযোগসন্ধানী এসব আমদানিকারক খাদ্যদ্রব্য দেখিয়ে বিদেশ থেকে চকচকে কিছু ভিটামিন আমদানি করে এবং তা যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে মার্কেটে চালিয়ে দেয় আর দাম রাখে আকাশচুম্বী। ডাক্তাররা রোগী যাতে ছুটে না যায় সে কারণে বাধ্য হয়ে এসব ওষুধ খেতে পরামর্শ দেয়। এ প্রসঙ্গে ডা. মুজিবুল হক বলেন, দেখা গেছে যে ওষুধটি আমদানি করে প্রতি পিস ৩ টাকা করে বিক্রি করলে ভালো লাভ করা যায়, সেখানে ঐ ওষুধটি ২০-৩০ টাকায় বিক্রি করছে। আর দাম বেশি হওয়ায় ক্রেতারাও ঐসব ওষুধ ব্যবহার করে তৃপ্তি পাচ্ছে।

দেশী-বিদেশী নিম্নমান আর নকল ওষুধের ভয়াবহতায় আক্রান্ত এ দেশের জনগণ। নিম্নমানের ওষুধে সবচেয়ে আক্রান্ত হচ্ছে তারা। এসব ওষুধ খেয়ে তাদের শরীর ভালো না হয়ে আক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়। অর্থনৈতিকভাবে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। নকল ওষুধে অসুখ না সারায় ডাক্তারও আজ হয়ে পড়েছেন দ্বিধাগ্রস্ত। বারবার তার প্রেসক্রিশনে বদলে যাচ্ছে ওষুধ তবুও সারছে না রোগীর ব্যাধি। দেশের মানসম্মত প্রতিষ্ঠিত ওষুধ প্রতিষ্ঠানগুলোও হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ছবি : **তুহিন হোসেন**

নকল কয়েকটি যৌন ওষুধের নাম ও মূল্য

ভায়াগ্রা ১০০ (অস্ট্রেলিয়া)	৫০০/-
ভায়াগ্রা ৫০ (আমেরিকা)	৪০০/-
ইডিগ্রা ১০০ (ভারত)	১২০/-
ইডিগ্রা ৫০ (ভারত)	৯০/
সেনেগ্রা ১০০ (ভারত)	৪০/-
সেনেগ্রা ৫০ (ভারত)	২৮/-
কোমাগ্রা ১০০ (ভারত)	৬০/-
ভিরাহা ১০০ (ভারত)	৬০/-
ভিরাহা ৫০ (ভারত)	৪০/-
শ্রীশাগ্রা ১০০ (ভারত)	৩৫/-
শ্রীশাগ্রা ৫০ (ভারত)	২৫/-
টার্গেট ১০০ (ভারত)	৩০/-
লায়গা ১০০ (ভারত)	৫০/-
ডান স্প্রে (সৌদি আরব)	২৬০/-
জিন বা স্প্রে (চায়না)	৩০০/-

একজন ওষুধ বিক্রেতা বলেন, 'আমি একবার দেশের নামকরা একটি ওষুধ কোম্পানির ইনজেকশন পুশ করার সময় দেখি সেটা নকল। আমি যদি তখন সেই ইনজেকশনটা না দেই তবে আমি একটি ওষুধে সাড়ে ৪শ' টাকা লস খাব। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে ইনজেকশনটি ব্যবহার করতে হয়